

5048 - হায়যেগ্রস্তু নারীর দোয়া করার হুকুম

প্রশ্ন

হায়যে অবস্থায় কোন নারীর জন্য দোয়া করা কি জায়যে আছে? এমতাবস্থায় দোয়া করার সঠিক পদ্ধতি কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

'ফাতাওয়া ইসলামিয়া' নামক কতিবাবে নমিনোকত প্রশ্নটি এসছে:

প্র: আরাফার দনি হায়যেগ্রস্তু নারী কি দোয়ার বইগুলো পড়তে পারবেন; ঐ গ্রন্থগুলোতে কুরআনের আয়াত থাকা সত্ত্বেও।

উ: হায়যে বা নফিসগ্রস্তু নারীর জন্যে হজ্জরে বইসমূহে লিখিত দোয়াগুলো পড়তে কোন অসুবিধা নাই। এবং সঠিক মতানুযায়ী কুরআনে কারীম পড়তেও কোন অসুবিধা নাই। কেননা হায়যে ও নফিসগ্রস্তু নারীকে কুরআনে কারীম পড়তে বারণ করে মরম্বে সহহি ও সুস্পষ্ট কোন দলিল নাই। দলিল আছে জুনুবী (ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাতের কারণে যার উপর গোসল ফরয) ব্যক্তির ব্যাপারে। জুনুবী অবস্থায় কুরআন পড়া যাবে না; যহেতে এ ব্যাপারে আলী (রাঃ) এর সূত্রে হাদিস বর্ণিত হয়ছে। পক্ষান্তরে, হায়যেগ্রস্তু ও নফিসগ্রস্তু নারীর ব্যাপারে ইবনে উমর (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত হাদিসে এসছে যে, "হায়যেগ্রস্তু ও নফিসগ্রস্তু নারী কুরআনের কোন কিছু পড়বে না"। কিন্তু, সে হাদিসটি দুর্বল। কেননা হাদিসটি ইসমাঈল বনি আইয়াশ কর্তৃক হজাযীদের থেকে বর্ণিত। হজাযীদের থেকে তার বর্ণনা দুর্বল। তবে, হায়যে বা নফিসগ্রস্তু নারী মুখস্থ থেকে মুসহাফ (কুরআন-গ্রন্থ) স্পর্শ না করে কুরআন পড়তে পারবে। আর জুনুবী ব্যক্তি গোসল করার আগ পর্যন্ত কোনভাবে কুরআন পড়তে পারবে না; স্পর্শ করেও না, মুখস্থ থেকেও না। জুনুবী ব্যক্তির সাথে তাদের পার্থক্যটা হল জুনুবী অবস্থা সামান্য কিছু সময় বরাজ করে। জুনুবী ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাস করার পর তাৎক্ষণিকভাবে গোসল করে নতি পারনে। তাই জুনুবী অবস্থা খুব বেশি সময় দীর্ঘায়িত হয় না এবং বিষয়টি ব্যক্তির নিজের হাতে; যখন ইচ্ছা তখন গোসল করে নতি পারনে। জুনুবী ব্যক্তি পানি ব্যবহারে অপারগ হলে তায়াম্মুম করেও নামায পড়তে পারনে এবং কুরআনে কারীম তলোওয়াত করতে পারনে। পক্ষান্তরে, হায়যে ও নফিসগ্রস্তু নারীর বিষয়টি তাদের হাতে নয়; বরং তাদের বিষয়টি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আল্লাহর হাতে। হয়যে ও নফিস শযে হতে বশে কছি দনি সময় লাগে। এ কারণে তাদরে জন্য কুরআনে কারীমরে তলোওয়াত জায়যে করা হয়ছে; যাতে করে তারা কুরআনে কারীম ভুলে না যায় এবং যাতে করে কুরআন তলোওয়াতরে ফযলিত ও কুরআন থেকে শরয়ি বিধি-বিধান শখোর সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত না হয়। সুতরাং য়ে সব কতিববে কুরআন-হাদসি মশিরতি দোয়াগুলো রয়ছে তাদরে জন্য সয়ে কতিবগুলো পড়া জায়যে হওয়া আরও অধিক যুক্তযুক্ত। এটাই সঠিকি ও আলমেগণরে অভমিতগুলোর মধ্যে সর্বাধিকি শুদ্ধ। [শাইখ বনি বায]

দ্বিতীয় আরকেটি প্রশ্ন এসছে:

প্র: আমি অপবতির অবস্থায় উদাহরণত মাসকি অবস্থায় কছি কছি তাফসরিগ্রন্থ পড়ি। এতে কি কোন অসুবধি আছে? এতে কি আমার গুনাহ হবে?

উ: আলমেগণরে অভমিতগুলোর মধ্যে সর্বাধিকি সঠিকি হচ্ছে- হয়যে ও নফিসগ্রস্ত নারী তাফসরিগ্রন্থগুলো পড়তে কোন অসুবধি নই এবং কুরআন-গ্রন্থটি স্পর্শ না করে কুরআনে কারীম পড়তেও কোন অসুবধি নই। তবে, জুনুবী ব্যক্তরি জন্য গোসল করার আগ পরযন্ত কুরআনে কারীম পড়া জায়যে নই। জুনুবী ব্যক্তি তাফসরি, হাদসি ও অন্যান্য গ্রন্থগুলো পড়তে পারনে; তবে সসেব গ্রন্থগুলোতে য়ে সকল আয়াত রয়ছে সেগুলো পড়বনে না। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সাব্যস্ত হয়ছে য়ে, জুনুবী অবস্থা ছাড়া আর কোন কছি তাঁকে কুরআন তলোওয়াত থেকে দূরে রাখত না। ইমাম আহমাদ কর্তৃক 'জায়যদি সনদে' বর্ণতি অন্য এক হাদসিরে ভাষ্যে রয়ছে য়ে, "তবে, জুনুবী ব্যক্তি পড়বে না; এমনকি একটি আয়াতও না"। [শাইখ বনি বায]